চা বাগানে নারীর সুরক্ষায়
জীবন দক্ষতা

সহায়িকা

চা বাগানে নারীর সুরক্ষায় জীবন দক্ষতা

সহায়িকা

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের ঐতিহ্যবাহী চা বাগানসমূহে নারী শ্রমিকের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ট্রেড ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সহায়িকা

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

২০২১

কমলগঞ্জ উপজেলার মিরতিংগা চা বাগানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার সীতগাঁও চা বাগানে এফজিডি।

গবেষণা ও লেখা

ফিলিপ গাইন

গবেষণা সহকারী

আশা অরনাল ও সন্‌জয় কৈরী

সহায়িকা তৈরির লক্ষ্যে কর্মশালা ও এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী

রামভজন কৈরী, নৃপেন পাল, সুনীল বিশ্বাস, পরেশ কালিন্দী, বিন্দু রানী গোয়ালা, বিজয় বুনার্জী, সাইমন রাও, নাভা হাজরা, রেখা বাক্‌তী, মাখন লাল কর্মকার, উজ্জ্বলা পানিকা, গায়িত্রী রাজভর, জেসমিন আক্তার, ডলি রানী নাইডু, শ্রীমতি বাউরী, কৃষান হাজরা, সজল কৈরী, পংকজ এ কন্দ, বিজয় হাজরা, সবিতা গোয়ালা, সনোতকিয়া রায়, বৈশাখি গোয়ালা, জয় কুমারি গোয়ালা, বিন্দা তন্তুবায়, রম্ভা নায়েক, রেশমি গৌড়, বিশ্বমলি উরাং, ঝর্ণা রায়, দিপন তাঁতী, গায়ত্রী রাজভর, ধনা বাউরী, মন্টু অলমিক, আদর মনি গৌড়, নিমাই মাদ্রাজী, কমলচরন রাজগৌড়, ইস্টমনি উরাং, অঞ্জনা বাড়াইক, অঞ্জলী গৌড়, আলোন্তি উরাং, মালতী উরাং, দিলীপ গঞ্জু, প্রদীপ পাত্র, কান্তি বাড়াইক, সানক উরাং, সঞ্চিতা তাঁতী, রুমা উরাং, সুচনা দাস, প্রমিলা তাতী, শেফালী কর্মকার, পপি বাউরী, মিলি ভূমিজ, শাকিল বাউরী, চম্পা রায়, নিরলা ভূমিক, রজনি বাড়াইক, আদরি গোয়ালা, নমিতা ভূমিজ, বৃষ্টি রায়, শিমুল গোস্বামী, অম্ভিকা চাষা, পিয়ারা বেগম, বাসন্তি বৈদ্য, মীনা গোয়ালা, রেখা রবিদাস, উষা রানী নুনিয়া, উত্তম কুমার কৈরী, মো: লিয়াকত হোসেন, সুব্রত স্বর্নকার, প্রশান্ত কৈরী, চান তারা কালিন্দি, গৌরী রবিদাস, ঋষিকেশ কৈরী, সুজন নায়েক, উদয় নায়েক, প্রমিলা নায়েক, রিনা কালিন্দি, প্রভা উরাং, সুদীপ কৈরী, শোভা কুর্মি, ইতি কৈরী, শ্রাবনি কৈরী রিমা, কাজল কালিন্দি, সহদেব কৈরী, রাজবালা ভূমিজ, বিশ্বজিত কৈরী, লক্ষী অলমিক, সোমা অলমিক, শ্রীকান্ত কানু (গোপাল), নিপেন্দ্র বাউরী, জানকিরা রবিদাস, শশিবালা বাউরি, আদমা রেলি, মেরী রাঙ্ক, ভারতি অলমিক, সুজন লোহার, রিপন অলমিক, আশা অরনাল, সন্তোষী বুনার্জী, সন্‌জয় কৈরী এবং ফিলিপ গাইন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশে কানাডীয় হাই কমিশন; নজরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীমঙ্গল উপজেলা; রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বাচাশ্রই); নৃপেন পাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাচাশ্রই; সুনীল বিশ্বাস, সভাপতি, প্রতীক থিয়েটার; বিজয় বুনার্জী, চেয়ারম্যান, রাজঘাট ইউনিয়ন; এবং মিতালী দত্ত, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
১৪৭/১, গ্রীন ভ্যালী, ফ্ল্যাট নং. ২এ (৩য় তলা)
গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

প্রথম প্রকাশ: ২০২১, দ্বিতীয় প্রকাশ: ২০২২

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৯৪৬৬-৫
ISBN: 978-984-34-9466-5

প্রচ্ছদ ও ছবি: ফিলিপ গাইন
কম্পোজ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: প্রসাদ সরকার
মুদ্রক: কালার গ্রাফিক
মূল্য: ১৫০ টাকা

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

কানাডীয় সরকারের কানাডা ফান্ড ফর লোকাল ইনিশিয়েটিভ (সিএফএলআই)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে কানাডীয় সরকার বা কানাডীয় হাই কমিশন, ঢাকা'র নয়।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই সহায়িকায় প্রকাশিত তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

Cha Bagane Narir Surakshay Jibon Dakshata Shahayka is a life skills guide for female workers in the tea gardens and trade union leaders in the tea sector published by Society for Environment and Human Development (SEHD) with support from the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) of the High Commission of Canada to Bangladesh.

সূচি

ভূমিকা ১

সেশন: এক—নারীর অবস্থা, তার প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা ৪

সেশন: দুই—পঞ্চায়েত ও শ্রমিক ইউনিয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ ১৫

সেশন: তিন—কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ বৈষম্য, মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা: দুর্ভাগ্যজনক ১৯

সেশন: চার—শ্রম আইন ও নারীর কর্মপরিবেশ ৩০

সেশন: পাঁচ—চা বাগানের নারী ও কিশোর-কিশোরীর অসুখ-বিসুখ ও স্বাস্থ্যসেবা ৩৯

সেশন: ছয়—চা বাগানে সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫

সেশন: সাত—ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতি পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ, পোশাক-আশাক ও বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ ৬২

সেশন: আট—চা শ্রমিক, বিশেষ করে নারী ও কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা ও প্রয়োজন ৬৯

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ -এর তফসিল-৫-এ চা শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ৮০

ভূমিকা

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ঐতিহ্যবাহী বড় বড় চা বাগান ১৫৮টি। এসব চা বাগানের সূচনা ১৮৫৪ সালে। আর সরকারের কাছ থেকে লীজ নেয়া ১১৩,১১৬.৪৪ হেক্টর (বাংলাদেশীয় চা সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮: ২৩৪) জমির উপর এসব বাগানে কাজ করেন ১৪০,১৮৪ জন শ্রমিক (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও-এর ৮টি বাগানের ১,৮১৮ জন শ্রমিকসহ)। এদের মধ্যে নিবন্ধিত শ্রমিক ১০৩,৭৪৭ এবং অনিবন্ধিত বা অস্থায়ী শ্রমিক ৩৬,৪৩৭ জন। মোট নিবন্ধিত শ্রমিকের পুরুষ ৫১,৩৪৮ এবং নারী ৫২,৩৯৯। অনিবন্ধিত শ্রমিকের মধ্যে পুরুষ ১৮,০৬৭ এবং নারী ১৮,৩৭০। অর্থাৎ উভয় প্রকার শ্রমিকের ৬৯,৪১৫ পুরুষ এবং ৭০,৭৬৯ নারী। নারী শ্রমিকের সংখ্যা পুরুষ শ্রমিক থেকে ১,৩৫৪ বেশি। এ হিসাব বাংলাদেশ চা বোর্ডের।

চা বাগানের শ্রমিকরা ব্রিটিশ আমলে পরিচিত ছিলেন 'কুলি' বলে। দেড়শো বছরেরও কিছু আগে থেকে ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসব শ্রমিককে সংগ্রহ করে আড়কাটি, মাইস্ত্রি এবং সরদার বলে পরিচিত 'কুলি ধরা' বা দালালরা। তাদেরকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে চা বাগানে আনা হয়। এরা অধিকাংশ হতদরিদ্র, আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বী। একবার চা বাগানে কেউ এলো তো আটকে গেল সারাজীবনের জন্য। কাজেই তাদের আর ফেরা হলো না জন্মভূমিতে। শুরু থেকেই চা শ্রমিকরা প্রতারণা, মজুরি বঞ্চনা এবং নানা অত্যাচার সহ্য করে শুধুই বেঁচে আছেন আর চা বাগানে বিরতিহীনভাবে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। তারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন চা শিল্প।

এ সহায়িকায় নারী শ্রমিকদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। সংখ্যায় নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের থেকে কিছু বেশি। কিন্তু আমরা যখন চা বাগানে যাই তখন সর্বত্রই দেখি নারী শ্রমিক। সকালবেলা তারা দলে দলে চা বাগানে পাতা তোলার সেকশন বা জায়গায় যাচ্ছেন। আর সারাদিন রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে চা পাতা তুলছেন। সেকশনে তারা সব সময় দাড়িয়ে কাজ করেন। অধিকাংশ সময় তারা দিনে তিনবার কাঁচা পাতা মাথায় করে ওজন দেবার জায়গায় নিয়ে আসেন। এসময় তাকে হাঁটতে হয় সাধারণত এক থেকে দুই কিলোমিটার। সেকশনে শ্রম আইন অনুসারে না আছে পায়খানা না আছে প্রক্ষালন কক্ষ বা ছাউনি যেখানে বসে তারা খেতে পারেন। তাদের পায়খানা-প্রস্রাব করতে হয় খোলা জায়গায় আর দুপুরের খাবারও খেতে হয় খোলা জায়গায়। আর খাবারের মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। খাবার পানির অভাবও আছে।

সবচেয়ে পীড়াদায়ক হচ্ছে প্রতিদিন চা পাতা তোলার নিরিখ (২০ থেকে ২৫ কেজি) পূরণ করার পর একজন নারী শ্রমিক বাড়তি রোজগারের জন্য আরো ২০-২৫ কেজি বা তারও বেশি পাতা তোলেন। কিন্তু এই অতিরিক্ত পাতা তোলার জন্য তিনি যা পান তা ন্যায্য নয়। অর্থাৎ শেষ কথা হলো পুরুষ শ্রমিকের কর্মঘন্টা যেখানে সীমিত সেখানে নারীকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে অতিরিক্ত কাজ করে অতিরিক্ত রোজগারের জন্য। নারীকে দিয়ে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করানোর এ এক অভিনব কৌশল। এরপর নারী কাজ শেষে মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে তিন-চার কিলোমিটার বা আরো বেশি পথ হেঁটে বাড়ী ফিরেন। এ সবই নারীর জন্য অশোভন কর্মপরিবেশের চরম প্রদর্শনী।

এরপর শুরু হয় তার সংসার সামলানোর কাজ। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে তার না আছে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, না আছে বিনোদন। তার উপর তাকে সারা জীবন পার করতে হয় নানা নিগ্রহ, অত্যাচার, বৈষম্য ও সহিংসতা সহ্য করে।

এ অবস্থা থেকে নারী চা শ্রমিকের বেরিয়ে আসার কী উপায়? চা বাগানে নারী শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত, পরিবার ও সমাজে কীভাবে হবেন উচ্চকণ্ঠ? যে নারী পর্যাপ্ত শিক্ষা পাচ্ছেন না, অপুষ্টির শিকার, যার স্বাস্থ্য

ভাঙ্গা, নানা রোগ-শোকে যে জর্জরিত সে কীভাবে তার জীবন পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করবেন? আমরা তাদের অবস্থা বুঝতে এবং এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বাগানে নারীর কাজের জায়গায় ও লেবার লাইনে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছি, অনেকগুলো কর্মশালার আয়োজন করেছি এবং তাদের নিয়ে সরকারি প্রশাসনসহ অন্য যারা কাজ করেন তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ সবই সন্নিবেশিত হয়েছে এ সহায়িকায়।

এ সহায়িকা হাতে নিয়ে আমাদের প্রশিক্ষিত মাঠকর্মীরা বাগান পর্যায়ে চা বাগানের নারীর জীবন দক্ষতা বাড়াবার লক্ষ্যে সেশন পরিচালনা করবেন। নির্বাচিত বাগানে নারী শ্রমিক দল এবং কিছু কিশোর-কিশোরী দল আট দিন করে সেশনে বা প্রশিক্ষণে অংশ নিবেন। প্রতিটি সেশনে একটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকবে পর্যালোচনার জন্য এবং শেষে থাকবে নারীর অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করতে কী করণীয় সেসব বিষয়। কানাডীয় সরকারের সহযোগিতায় তৈরি এ সহায়িকা হাতে নিয়ে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েত যাতে ভবিষ্যৎ নারীর কণ্ঠকে আরো শক্তিশালী করতে পারে তার জন্যও কিছু কর্মশালা ও কর্মসূচি থাকবে।

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের ঐতিহ্যবাহী চা বাগানসমূহে নারী শ্রমিকের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ট্রেড ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সহায়িকা

এ সহায়িকায় রয়েছে

নারীর অবস্থা, তার প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা

পঞ্চায়েত ও শ্রমিক ইউনিয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ

কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ বৈষম্য, মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা: দুর্ভাগ্যজনক

শ্রম আইন ও নারীর কর্মপরিবেশ

চা বাগানের নারী ও কিশোর-কিশোরীর অসুখ-বিসুখ ও স্বাস্থ্যসেবা

চা বাগানে সামাজিক নিরাপত্তা

ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতি পরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ, পোশাক-আশাক ও বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ

চা শ্রমিক, বিশেষ করে নারী ও কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা ও প্রয়োজন

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল-৫-এ চা শ্রমিকদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

SEHD Society for Environment and Human Development

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৯৪৬৬-৫

Canada